সেই শ্রীবিষ্ণুকে সেবা দ্বারা সুখী করিবার জন্য আমি সর্ব্বপ্রকার দাস্য করিতেছি। সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব অবস্থায়—আমি সেই কমলাপতি শ্রীনারায়ণের দাস অভিমানে সেবা করিব—এইপ্রকার আবেশে জীব স্বরূপনিষ্ঠ মুখ্যদাসত্ব লাভ করিয়া থাকে। এইপ্রকার মন্ত্রের অর্থ অনুভব করিয়া সম্যক্ প্রকারে দাস-সমুচিত ধর্ম্মই আচরণ করিবে; সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবিবে—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশ্ব শ্রীনারায়ণেরই দাসস্বরূপ। নিখিল জগতের স্বামী শ্রীনারায়ণ, তিনি জগতের রক্ষণে সমর্থ পরমেশ্বর এবং তিনিই নিখিল জগতের পরমারাধ্য—এইপ্রকার অষ্টাক্ষর শ্রীনারায়ণ মন্ত্র ব্যাখায় জীবের শ্রীনারায়ণের নিত্যদাসত্বই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।২০ শ্লোকে শ্রুতিগণ—

স্বকৃত পুরেষ্বমীষ্বহিরন্তরসংবরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিবৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভূবি বিশ্বসিতাঃ॥

শ্রুতিগণ শ্রীভগবান্‌কে স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—হে প্রভো! নিজ নিজ কর্ম্মে উপার্জ্জিত মনুষ্যাদি বিবিধ দেহে ভোক্তারূপে অবস্থিত পুরুষ জীবকে সর্ব্বশক্তির সমাশ্রয় পরিপূর্ণস্বরূপ তোমার অংশকৃত বলিয়া অর্থাৎ খণ্ডিত অংশের ন্যায় অংশ এবং কৃতের ন্যায় কৃত বলিয়া ঋষিগণ বর্ণন করেন।

অর্থাৎ যেমন কোনও একটি পরিপূর্ণ বস্তুর কোন এক প্রদেশকে ব্যবহারিক লোক অংশ বলিয়া বর্ণন করে এবং কোনও একটি বস্তু যেমন উৎপাদন করে, সেইপ্রকার জীবকেও তোমার অংশ বলিয়া এবং কৃত অর্থাৎ রচিত বলে। বস্তুতঃ তাহা নহে; যেহেতু অচ্ছেদ্য ও অজন্যস্বরূপ তোমার খণ্ডিত অংশ অথবা জন্যত্ব ঘটিতে পারে না। তবে অণুসামর্থ্য ও অণুজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জীবকে অংশরূপে বর্ণন করে। ইহাতে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে—কার্য্য কারণ ধর্ম্মে সংবৃত আমার কেমন করিয়া বিভূত্ব ঘটিতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—হে নাথ! তুমি কার্য কারণ ধর্ম্মে সংবৃত নহ। যেহেতু তোমাতে কার্য্য কারণ ধর্ম্মের সত্তা নাই। কবিগণ জীবের এইপ্রকার তত্ত্বনির্দ্দেশ করিয়া বেদোক্ত নিখিল কর্ম্ম-সমর্পণের স্থান